যায়যায়দিন

তারিখ ... 07 APR 2008 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১.....

চুয়েটের প্রথম কনভোকেশন কাল

চট্টগ্রাম অফিস

চিটাগং ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজির (চুয়েট) প্রথম কনভোকেশন কাল। চট্টগ্রামের রাউজানে চুয়েটের নিজস্ব ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠেয় এ কনভোকেশনে প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। কেয়ারটেকার সরকারের সাবেক চিফ অ্যাডভাইজর মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান কনভোকেশন বক্তা এবং শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এ কনভোকেশনে বিভিন্ন বিভাগের ১ হাজার ৩৯৮ শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি দেয়া হবে। গতকাল ক্যাম্পাসে আয়োজিত এক প্রেস কনফারেন্সে ভিসি প্রফেসর ড. শ্যামল কান্তি বিশ্বাস এসব তথ্য জানান।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, ১৯৯৬ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত উত্তীর্ণ বিভিন্ন ব্যাচের ১ হাজার ৩৯৮ শিক্ষার্থীকে এবার ডিগ্রি দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে পুরকৌশল বিভাগ থেকে অনার্সে ৪০৩ ও মাস্টার্সে দুজন, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ থেকে অনার্সে ৩৬০ ও মাস্টার্সে দুজন, যন্ত্রকৌশল বিভাগ থেকে অনার্সে ৩৬৬ ও মাস্টার্সে একজন এবং কমপিউটার সায়েন্স বিভাগ থেকে কেবল অনার্সে ২৬৯ শিক্ষার্থী ডিগ্রি পাচ্ছেন। ডিগ্রিপ্রাপ্তদের মধ্যে ছয়জন নেপালি এবং একজন ইনডিয়ানও রয়েছেন।

ডিগ্রি পাচ্ছেন ১৩৯ শিক্ষার্থী গোল্ড মেডাল ৭

ড. শ্যামল কান্তি বিশ্বাস বলেন, ইউনিভার্সিটি ল্যাবে আধুনিক ও উন্নত মানের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে, যা এখানকার শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে। তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সেন্টার ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনলজি এবং এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার নামে দুটি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভূমিকম্পপ্রবণ বাংলাদেশে ক্ষয়ক্ষতি কমানো এবং ভূমিকম্প-পরবর্তী পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে মোকাবেলার জন্য আর্থকোয়েক ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া এনার্জি বিষয়ে গবেষণা ও উচ্চতর ডিগ্রি দেয়ার জন্য এনার্জি সেন্টারকে ইন্সটিটিউট অফ এনার্জি টেকনলজিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যুরো অফ রিসার্চ টেস্টিং অ্যান্ড কনসালটিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ সেবা দিয়ে আসছে চুয়েট। মাইনিং ও পেট্রলিয়াম অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস ইঞ্জিনিয়ারিং নামে দুটি বিভাগ চালুর প্রক্রিয়াও শেষ পর্যায়ে রয়েছে বলে তিনি জানান।

নতুন উদ্যোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, ভূমিকম্প, সুনামি ও সাইক্লোন রোধে আর্থকোয়েক অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট, পোর্টের সমস্যা সমাধানের জন্য রিভার অ্যান্ড হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট এবং শিল্প কারখানার সমস্যা সমাধানের জন্য ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট নামে তিনটি আলাদা প্রতিষ্ঠান খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ভিসি আরো জানান, ১৯৬৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। ১ জুলাই ১৯৮৬ সালে কলেজটি বিআইটিতে রূপান্তরিত হয়। আধুনিক সুবিধার অভাব ও শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত অসুবিধার কারণে সে সময় বিআইটি পিছিয়ে পড়েছিল। এরপর ২০০৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রচেষ্টায় এটি চুয়েটে রূপান্তরিত হয়। এ পর্যন্ত পুরকৌশল বিভাগ থেকে ১ হাজার ৭৮৩, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ থেকে ১ হাজার ৪৮৫, যন্ত্রকৌশল বিভাগ থেকে ১ হাজার ৩১৬ এবং কমপিউটার সায়েন্স বিভাগ থেকে ২৬৯ শিক্ষার্থী ডিগ্রি পেয়েছেন। ইউনিভার্সিটিতে এখনকার সিট সংখ্যা ৪৩১।

প্রেস কনফারেন্সে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. সাইফুল ইসলাম, ইলেকট্রনিক ও কমপিউটার কৌশল অনুষদের ডিন প্রফেসর অনীল কান্তি ধর, প্রফেসর ড. মাহমুদ ওমর ইমাম, প্রফেসর ড. পরিতোষ কুমার সাধুখান, রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, কন্ট্রোলার ড. আসাদুজ্জামান উকিল প্রমুখ।